প্রথম আলো

তারিখ 37 AUG 2016
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

গণতন্ত্র শিশুমৃত্যু কমায়

শিশির মোড়ল ●

গণতান্ত্রিক পরিবেশ শিশুমৃত্যু কমায়। স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে গণতন্ত্রে এসেছে এমন ৬০টি দেশের তথ্য বিশ্লেষণ করে গবেষকেরা এই মত দিয়েছেন। এর মধ্যে যে নয়টি দেশে শিশুমৃত্যু হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে বাংলাদেশ তার একটি।

গণতান্ত্রিক পরিবেশের সঙ্গে শিশুমৃত্যু হারের সম্পর্ক নিয়ে বেলজিয়ামের লিকস সেন্টার ফর ইনস্টিটিউশনস অ্যান্ড ইকোনমিক পারফরমেন্স, ইতালির মিলান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট অব ইকোনমিকস, ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড কোয়ান্টিটেটিভ মেথডস এবং যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর ফুড সিকিউরিটি অ্যান্ড দ্য এনভায়রনমেন্টের চারজন গবেষক এই গবেষণা করেছেন। তাঁদের এই গবেষণা সম্প্রতি প্রভাবশালী চিকিৎসা সাময়িকী *ল্যানসেট*-এ ছাপা হয়েছে।

স্বৈরতন্ত্র থেকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আসার অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের আছে। এই গবেষণা প্রবন্ধ নিয়ে *প্রথম আলো* দুজন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে কথা বলেছে। তাঁদের একজন অধ্যাপক এম কিউ-কে তালুকদার, যিনি প্রায় চার দশক ধরে শিশুপুষ্টি ও স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করছেন। তিনি *প্রথম আলো*কে বলেন, এ দেশে সব সরকারের আমলেই শিশুদের কল্যাণের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকার, সাধারণ মানুষ ও পেশাজীবীদের আনুকূল্য বেশি থাকে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষকে সহজে সচেতন করা যায়। সবাই স্বাধীন মতামত প্রকাশ করতে পারে বলে ভালো কর্মসূচি তৈরি করা সম্ভব হয়। গণতান্ত্রিক চর্চা অব্যাহত থাকলে বিষয়গুলো স্থায়িত্ব পায়।

ল্যানসেটে গবেষণা প্রবন্ধের তথ্য

বাংলাদেশসহ নয়টি দেশে অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশের (আইসিডিডিআরবি) শিশুস্বাস্থ্য বিভাগের পরিচালক শামস-এল-আরেফিন এ বিষয়ে বলেন, গবেষণার ফলাফল অনেকটাই প্রত্যাশিত। গবেষণার বিষয়টি খুবই আগ্রহ উদ্দীপক ও সৃজনশীল।

গবেষণায় আফ্রিকা, এশিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার ৬০টি দেশের শিশুমৃত্যু পরিস্থিতি পর্যালোচনা হয়েছে। ১৯৬০ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময় দেশগুলো স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এসেছে। গবেষণাপত্রের শুরুতে বলা হয়েছে, স্বাস্থ্যের ওপর রাজনৈতিক সরকার পদ্ধতির প্রভাব কী, তা পরিষ্কার নয়। তবে সাধারণভাবে যুক্তি দেখানো হয়, গণতন্ত্র স্বাস্থ্যের জন্য ভালো, কারণ এই ব্যবস্থায় রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে দরিদ্র জনগোষ্ঠী মতামত ব্যক্ত করতে পারে। এর ফলে ভালো জনস্বাস্থ্য নীতি পাওয়ার সুযোগ থাকে। অন্য কারণ হচ্ছে, গণতন্ত্র অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে, যা উপার্জন ও স্বাস্থ্যে অবদান রাখে।

গবেষণায় দেখা গেছে, স্বৈরশাসন থেকে গণতন্ত্রে উত্তরণের সময় বাংলাদেশে প্রতি হাজারে শিশুমৃত্যু হার ছিল ১৩৮। পরের পাঁচ বছরে শিশুমৃত্যু হার ১৪ শতাংশ এবং পরের ১০ বছরে ২১ শতাংশ কমে। এমন গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হয়েছে আরও আটটি দেশে। এগুলো হচ্ছে নাইজেরিয়া, সেনেগাল, ফিলিপাইন, বলিভিয়া, গুয়াতেমালা, হন্ডুরাস, নিকারাগুয়া ও মেক্সিকো। পাকিস্তানে মাঝেমধ্যে যে গণতন্ত্র দেখা দেয় তার প্রভাব শিশুমৃত্যু কমানোর ক্ষেত্রে কোনো অবদান রাখেনি। অর্থাৎ শিশুমৃত্যুর ওপর গণতন্ত্রের প্রভাব সব ক্ষেত্রে সমান হয় না। ভৌগোলিক অবস্থান, অর্থনীতি ও রাজনৈতিক সূচক সেই প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করে।

গবেষণা ফলাফলে বলা হয়েছে, গণতন্ত্রায়ণ গড়পড়তাভাবে শিশুমৃত্যু কমায়, সময় পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এর প্রভাব বৃদ্ধি পায়। নয়টি দেশে শিশুমৃত্যু হার বেশি কমতে দেখা গেছে (৩৪ শতাংশ)। এসব দেশে গণতন্ত্রায়ণের প্রথম ১০ বছরে গড়ে শিশুমৃত্যু কমেছে ১৩ শতাংশ। সব দেশের তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, যেসব দেশে শিশুমৃত্যু হার স্বৈরতান্ত্রিক সময়ে বেশি ছিল সেসব দেশে গণতন্ত্রের প্রভাব বেশি।